গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
www.imed.gov.bd

বাণী

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এম.পি.
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আইএমইডি সরকারি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে। এর ফলে উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সম্পদে দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং সমন্বয় বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সরকারি ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে বর্তমান সরকারের গতিশীলতা, উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা এবং জনকল্যাণমূখিতা সম্পর্কে দেশবাসী সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হবেন। আগামী দিনগুলোতে অনুরূপ গতিশীলতায় এ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। বর্তমান সরকার এর অঙ্গীকার "রূপকল্প : ২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইএমইডি সহায়ক ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সুশীল সমাজ গঠন, সুখী ও সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এম.পি.
মন্ত্রী

এম এ মান্নান, এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডি'র দায়িত্ব। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের স্থান, কাজের মান এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়।

এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করতে বার্ষিক প্রতিবেদন সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি চলমান প্রকল্পসমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন আইএমইডি করে থাকে।

সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ই-জিপি চালুর ফলে বর্তমানে ঘরে বসে টেন্ডার ডকুমেন্ট জমা দেয়া যাচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ই-পেমেন্টসহ আরো অনেক কাজ স্বল্প সময়ে, সহজে ও সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া বেশী বেশী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি দরপত্র জমাদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। অন-লাইনে টেন্ডার দাখিল সুবিধা প্রবর্তনের ফলে দরপত্রদাতাগণ ঝামেলা মুক্ত পরিবেশে দরপত্র জমা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও অন-লাইনে PROMIS (Procurement Management Information System) এর মাধ্যমে সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণকৃত দরপত্রসমূহে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-বিধান যথাযথ প্রতিপালন হচ্ছে কি না তাও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের গতিশীলতা, উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা এবং জনকল্যাণমুখিতা সম্পর্কে দেশবাসী প্রতিবেদনটির মাধ্যমে সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হবেন। আগামী দিনগুলোতে অনুরূপ গতিশীলতায় এ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এম এ মান্নান, এম.পি.

ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী
সচিব
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ এবং এ বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির ভিত্তিতে এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মূল দায়িত্ব হলো সরকারী খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। এছাড়াও প্রয়োজনের নিরিখে সরকারি ব্যয়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়ন করে থাকে। তাছাড়া সরকারি ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আইএমইডি প্রকল্পের অনুমোদনকালে অর্থাৎ প্রকল্পের ডিজাইন, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান, বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, ক্ষেত্র বিশেষে নিবিড় পরিবীক্ষণ, মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ এবং বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সরাসরি/আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এবং তা ফলো-আপ করে থাকে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আইএমইডি কতৃক পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ১৫৫০টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ৯৩,৮৯৫ কোটি টাকা। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৬,৯৬৭ কোটি টাকা (৯২.৬২%)। এ কথা অনস্বীকার্য যে একটি দক্ষ ও গতিশীল একক হিসেবে আইএমইডি সরকারি খাতে ক্রয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে সুদুরপ্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যে সরকারি নিজস্ব অর্থে আইএমইডির সক্ষমতা বাড়ানোর কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ডিজিটাইজেশন করে Online ব্যবস্থায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় আগামীতে আইএমইডি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুশাসন (Good Governance) প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী
সচিব

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
আইএমইডি'র পটভূমি	১
আইএমইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো	১-৩
আইএমইডি'র কাজ	৪
আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৪-৫
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী	৫-৯
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন চারটি প্রকল্পের অগ্রগতি	১০-১২
উপসংহার	১২
পরিশিষ্ট-১ : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১৮টি প্রকল্পের তালিকা	১৩
পরিশিষ্ট-২ : ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত ১৩টি প্রকল্পের তালিকা	১৪
পরিশিষ্ট-৩: আইএমইডি'র সেক্টরভিত্তিক মন্ত্রণালয়/বিভাগেরবিন্যাস ও মনিটরিং -এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের চলমান প্রকল্প সংখ্যা	১৫

১। পটভূমি:

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের বিশেষ করে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হ য়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। মূলতঃ মালয়েশীয় মডেলে তদকালীন 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবিকে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন (PMD) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয় । অতঃপর ১৯৮৪ সালে 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ', ইংরেজীতে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং যা বর্তমানে "আইএমইডি" হিসেবে পরিচিত।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে পরিচালিত Country Procurement Assessment Report (CPAR) এ বাংলাদেশে সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করে যুগোপযোগী আইন ও বিধি বিধান প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় গৃহীত পিপিআরপি (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্মস প্রকল্প)-এর আওতায় আইএমইডিতে Central Procurement Technical Unit (CPTU) প্রতিষ্ঠা করা হয়। CPTU প্রথমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৩ প্রণয়নসহ প্রয়োগের জন্য Implementation Procedures এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস চালু করে। প্রাথমিকভাবে ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দরদাতাদের প্রতি সম-আচরণ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্টঅ্যাক্ট, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা২০০৮ কাযর্কর করা হয়।

২। আইএমইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো:

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে একজন সচিবের নেতৃত্বে ১ টি অনুবিভাগ, ৪টি মনিটরিং সেক্টর, ১টি মূল্যায়ন সেক্টর, ১টি সমন্বয় সেক্টর ও ১টি ইউনিটের সমন্বয়ে আইএমইডি গঠিত। অনুবিভাগে ১জন যুগ্ম-সচিব, সেক্টরসমূহে ১জন প্রধান, ৪জন মহাপরিচালক ও ১জন পরিচালক (সমন্বয়) এবং ইউনিটে একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। আইএমইডি-তে ১ম শ্রেণীর ৯২ জন, ২য় শ্রেণীর ৪৫ জন, ৩য় শ্রেণীর ৮৩ জন, ৪র্থ শ্রেণীর ৫০ জন সহ মোট ২৭০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ, সেক্টর ও ইউনিট ভিত্তিক পদবিন্যাস নিম্নরূপঃ

প্রশাসন অনুবিভাগঃ ১ জন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ১ জন উপ-সচিব, ৩ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ১ জন লাইব্রেরীয়ান ও ১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সমন্বয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরঃ সচিবের সরাসরি তত্বাবধানে ১ জন পরিচালকের নেতৃত্বে ৪ জন উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক এবং ১ জন প্রোগ্রামারের সমন্বয়ে এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরঃ এ সেক্টরে ১ জন মহা-পরিচালক, ৩ জন পরিচালক, ৪ জন উপ-পরিচালক এবং ৫ জন সহকারী পরিচালকের পদ রয়েছে।

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টরঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ৩ জন পরিচালক, ৪ জন উপ-পরিচালক, এবং ৫ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

শিল্প ও শক্তি সেক্টরঃ ১ জন প্রধানের নেতৃত্বে ৩ জন পরিচালক, ৪ জন উপ-পরিচালক, এবং ৫ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্ট রঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ৩ জন উপ-পরিচালক এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

মূল্যায়ন সেক্টরঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ৩ জন উপ-পরিচালক, ৭ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন প্রোগ্রামার, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং ৮ জন মূল্যায়ন কর্মকর্তার সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

সিপিটিইউঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ২ জন উপ-পরিচালক, ১ জন সহকারী পরিচালক ১ জন ট্রেনিং কোর্ডিনেটর, ১ জন সিস্টেম এনালিস্ট, ১ জন প্রোগ্রামার, ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ১ জন সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর এর সমন্বয়ে এ ইউনিট গঠিত।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অনুমোদিত, নব সৃষ্ট, কর্মরত ও শূন্য পদের জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমি: নং	পদের নাম	বিদ্যমান পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ
১.	সচিব	১	১	০
২.	প্রধান	১	১	০
৩.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব	১	২	-১
৪.	মহাপরিচালক	৫	৬	-১
৫.	উপসচিব	১	১	০
৬.	পরিচালক	১৭	১৭	০
৭.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	০
৮.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৩	৩	০
৯.	উপ-পরিচালক	২৩	১০	১৩
১০.	প্রোগ্রামার	৩	৩	০
১১.	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	১	১	০
১২.	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	১
১৩.	সহকারী পরিচালক	৩০	২৩	৭
১৪.	সহকারী মেইন্টেনান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	১	০
১৫.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
১৬.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	২	০	২
	মোট ১ম শ্রেণি কর্মকর্তা	**৯২**	**৭১**	**(২৩-২)=২১**
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৭	৪	৩
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৫	০৬	১৯
৩.	লাইব্রেরীয়ান	১	১	০
৪.	মূল্যায়ন কর্মকর্তা	৮	২	৬
৫.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	৩	১	২
৬.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
	মোট ২য় শ্রেণী কর্মকর্তা	**৪৫**	**১৫**	**৩০**
১.	হিসাব রক্ষক	১	০	১
২.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	২	২	০
৩.	কম্পিউটার অপারেটর	৮	৭	১
৪.	ড্রাফটসম্যান	২	২	০
৫.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩	৩	০
৬.	ক্যাশিয়ার	২	২	০
৭.	অফিস সহকারী কাম কঃমুদ্রাঃ	২৭	১৭	১০
৮.	ফ্যাক্স/টেলেক্স অপারেটর	১	১	০
৯.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	২৬	২৫	১
১০.	ড্রাইভার	৫	৪	১
১১.	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	৫	৫	০
১২.	ক্যাশ সরকার	১	১	০
	মোট ৩য় শ্রেণী	**৮৩**	**৬৯**	**১৪**
১.	অফিস সহায়ক **(মোট ৪র্থ শ্রেণী)**	**৫০**	**৪১**	**৯**
	সর্বমোট অনুমোদিত পদ	**২৭০**	**১৯৬**	**৭৪**

অনুমোদিত পদ সংখ্যার ৭৪টি বিভিন্ন পদ শূন্য থাকায় জনবল সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরের কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে।

* গত ১০ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের ২১.০০৩.০১৫.০০.০০.০০৪.২০১৫-১৮৫০ নং অফিস আদেশে ১ম শ্রেণির ৩৮টি, ২য় শ্রেণির ১৫টি, ৩য় শ্রেণির ১১টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৫টি পদ সৃজন করা হয়। উক্ত পদের বিভাজনসহ নতুন অর্গানোগ্রামের কাজ চলছে।

নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী পদের বিন্যাস হবে নিম্নরূপ

ক্রমি: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১.	সচিব	০১
২.	প্রধান	০১
৩.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব	০২
৪.	মহাপরিচালক	০৮
৫.	উপসচিব	০৩
৬.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১
৭.	পরিচালক	২২
৮.	সিস্টেম এনালিস্ট	০২
৯.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	০৬
১০.	সিনিয়র প্রোগ্রামার	০২
১১.	উপ-পরিচালক	৩০
১২.	প্রোগ্রামার	০৩
১৩.	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	০১
১৪.	সহকারী প্রোগ্রামার	০৩
১৫.	সহকারী পরিচালক	৪০
১৬.	সহকারী মেইন্টেনান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২
১৭.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০১
১৮.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১
	মোট ১ম শ্রেণি কর্মকর্তা	**১২৯**
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৯
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩৬
৩.	লাইব্রেরীয়ান	০১
৪.	মূল্যায়ন কর্মকর্তা	০৮
৫.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	০৫
৬.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১
	মোট ২য় শ্রেণী কর্মকর্তা	**৬০**
১.	হিসাব রক্ষক	০১
২.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০২
৩.	কম্পিউটার অপারেটর	১৪
৪.	ড্রাফটসম্যান	০২
৫.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৩
৬.	ক্যাশিয়ার	০২
৭.	অফিস সহকারী কাম কঃমুদ্রাঃ	৩২
৮.	ফ্যাক্স/টেলেক্স অপারেটর	০১
৯.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	২৬
১০.	ড্রাইভার	০৫
১১.	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	০৫
১২.	ক্যাশ সরকার	০১
	মোট ৩য় শ্রেণী	**৯৪**
১.	অফিস সহায়ক **(মোট ৪র্থ শ্রেণী)**	**৫৫**
	সর্বমোট অনুমোদিত পদ	**৩৩৮**

* হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার একটি পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

৩। আইএমইডি'র কাজ :

রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর অ্যালোকেশন অব বিজনেস (অনুচ্ছেদ ৩২ (C)) অনুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
২. প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যসংগ্রহ এবং সংকলন(Compilation)-এর মাধ্যমে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং সাময়িক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান;
৪. স্পট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা জানার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন;
৫. প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. প্রয়োজনের আলোকে, প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ;
৭. সিপিটিইউ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
৮. পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি ; এবং
৯. সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রী/পরিকল্পনা মন্ত্রী/জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়াদি।

আইএমইডি প্রকল্পের প্রাক-অনুমোদন পর্যায়, বাস্তবায়ন পর্যায় এবং বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভুমিকা রাখছে। প্রকল্পের প্রাক অনুমোদন পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সভায় অংশগ্রহণ করে বিনিয়োগের যথার্থতা, একই এলাকার অনুরূপ প্রকল্পের সাথে Overlapping, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং পর্যায়ক্রমিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উপস্থাপন করে থাকে।

অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রি/সচিব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, টেন্ডার বাস্তবায়ন, জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তথা প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি বেগবান হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সমাপ্তি মূল্যায়ন ও নির্বাচিত কিছু সংখ্যক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে বাস্তবায়নকালীন উদ্ভূত সমস্যা এবং প্রকল্পের আউটপুটকে টেকসই করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে থাকে।

৪। আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

শ্রম বিভাজনের জন্য এ বিভাগের অর্গানোগ্রামে ১টি উইং, ৬টি সেক্টর ও ১টি ইউনিট রয়েছে।

প্রশাসন উইং:

এ বিভাগের জন্য অনুমোদিত মোট ২৭০টি পদের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম এ উইং এর একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর:

সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একজন পরিচালকের নেতৃত্বে সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকালে ও বাস্তবায়ন শেষে আইএমইডি বিভিন্ন ছকের (আইএমইডি/২০০৩ ফরম ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫) মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে। প্রতিবছর এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১২০০-১৫০০ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য বিভাগের ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে। অতঃপর মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন একনেক ও এনইসি সভায় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এসব প্রতিবেদনে এডিপির অগ্রগতির (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক, সেক্টর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক) তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। তাছাড়া এ সেক্টর থেকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর এবং স্থায়ী কমিটির (যেমন- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি) চাহিদা মাফিক নিয়মিত কার্যপত্র প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি র ৯টি সভায় এবং জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটির ৮টি সভায় আইএমইডি অংশগ্রহণ করে ও প্রতিটি সভায় আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত কার্যপত্র উপস্থাপন করা হয়।

মনিটরিং সেক্টরসমূহ:

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত চলমান (Ongoing) প্রকল্পসমূহের মনিটরিং এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মূল্যায়নের জন্য মোট ৪টি মূল (Substantive) মনিটরিং সেক্টর রয়েছে। সেক্টরগুলো হলোঃ

১। শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর
২। কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর
৩। শিল্প ও শক্তি সেক্টর
৪। যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর

প্রধান (Chief)/মহাপরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তার নেতৃত্বে উল্লিখিত মনিটরিং সেক্টরসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি সেক্টরে প্রধান/মহাপরিচালক অধীনে একাধিক সাব-সেক্টর রয়েছে। উক্ত সাব-সেক্টরসমূহে পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ মনিটরিং ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং ও সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আইএমইডি'র মূল সেক্টরগুলোর সাথে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টরভিত্তিক বিন্যাস ও মনিটরিং-এর আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্প সংখ্যা **পরিশিষ্ট-৩** এ প্রদান করা হলো।

মূল্যায়ন সেক্টর:

একজন মহাপরিচালকের নেতৃ ত্বে এ সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯২ সালের Population Development Evaluation Unit (PDEU) আইএমইডি'র সাথে সংযুক্ত হয়ে মূল্যায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বা ততোধিক বছর আগে সমাপ্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত কিছু সংখ্যক প্রকল্পের প্রভাব এ সেক্টরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নযোগ্য প্রকল্প নির্বাচনের পর মূল্যায়ন সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক এবং ব্যক্তি পরামর্শক/ পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ প্রদান করে তাঁদের মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পসমূহের প্রভাব মূল্যায়নের কাজ সম্পাদিত হয়।

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ):

একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এ সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পিপিআরপি প্রকল্পের আওতায় আইএমইডি'র অধীনে সিপিটিইউ ১৩ মে ২০০২ সালে স্থাপন করা হয়। এ ইউনিট থেকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, আদর্শ দরপত্র/প্রস্তাব দলিল (STD), দরপত্র/দর প্রস্তাব মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া নিরূপণ, মডেল কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টসহ বিভিন্ন গাইডলাইন প্রনয়ণ করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও উহার অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা সমূহকে জারীকৃত বিধি-বিধান অনুসরণে ক্রয়কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৫। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

(ক) প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে আইএমইডি'র ভূমিকা:

পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত ৫০৮টি PEC সভায় আইএমইডি প্রতিনিধিত্ব করেছে। এসব সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং Procurment Plan এর উপর আইএমইডি মতামত দিয়ে থাকে। তাছাড়া পূর্ববর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নততর পরিকল্পনার জন্য মতামত দিয়ে থাকে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মনিটরিং প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩ ১৮টি মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় (Monthly Project Review) অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া ৩২৬টি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা , ২৫৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন সভায় (PIC) আইএমইডির কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া গত অর্থ বছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উপর ২৪টি ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণ, Public Procurment , পরামর্শক/জনবল নিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ, প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা য় আইএমইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(খ) প্রকল্প পরিদর্শন:

মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বছরের শুরুতেই একটি কর্মপরিকল্পনা সচিবের নিকট থেকে অনুমোদন নেয়া হয়। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের স্পট, কাজের মান এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০১৬পর্যন্ত) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) অনুসারে অত্র বিভাগের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল মোট ৯১০টি (চলমান ৭০৫টি এবং সমাপ্ত ২০৫টি) এবং ৯১০টি পরিদর্শন উক্ত বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়। সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে চলমান প্রকল্প পরিদর্শনের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় ৭০১টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে; যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৪৩% এবং সমাপ্ত প্রকল্প পরিদর্শনের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় ২০২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে; যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.৫৩%।

(গ) সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন:

আইএমইডি সমাপ্ত সকল প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশ করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২২২টি (Provisional) প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (PCR) সংগ্রহের কাজ ও পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন এগিয়ে চলছে। এছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যে ২২৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে তার প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (PCR) সংগ্রহ করা হয়েছে তার উপর প্রণীত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ করে 'সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন' বই আকারে প্রকাশের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সম্পাদনার কাজ চলছে। এছাড়া ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত ২৩২টি প্রকল্পের সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং 'সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন' বই আকারে প্রকাশের নিমিত্ত বিজি প্রেসে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(ঘ) সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন(Impact Evaluation) :

আইএমইডি কতৃর্ক বাস্তবায়িত প্রকল্প/কমর্সূচীর ফলাফল (Output) এবং ফলাফলের সমন্বয়ে অর্জিত স্বল্প মেয়াদী সুফল (Outcome) এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভুক্ত সুবিধাভোগী ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ইত্যাদি নিরুপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব আইএমইডি কতৃর্ক মূল্যায়ন করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণাধর্মী সমীক্ষা। সাধারণত অর্থনৈতিক নীতি ও অগ্রাধিকার এবং মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দের বিবেচনায় আইএমইডির সচিব এর নেতৃত্বে বিদ্যমান একটি কমিটি কর্তৃক প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্প বাছাই করা হয়। নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের কলেবর, সমাপ্তির পর্যায় এবং প্রভাব মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্তের সহজলভ্যতার বিবেচনায় মূল্যায়ন কাজ সম্পাদনের জন্য পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ অথবা নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রভাব মূল্যায়নের কাজ করা হয়।

মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য সাধারনত: বুদ্ধিভিত্তিক ও পেশাগত সেবা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট বাজেটের ভিত্তিতে (FBS) পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ করা হয়। এজন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ অর্থাৎ প্রাপ্ত EOI মূল্যায়ন, সংক্ষিপ্ত তালিকাকরণ, কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়ন, নেগোশিয়েশন এবং Award প্রদানের সুপারিশ গ্রহণ করে অনুমোদনকারী কতৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। অত:পর নিয়োজিত পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক স্টাডি ডিজাইন প্রনয়ন করে ইনসেপশন রিপোর্টসহ স্টিয়ারিং কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়। সমীক্ষার জন্য Baseline Survey Data, অন্তবর্তী মূল্যায়ন, সমাপ্তি মূল্যায়ন (PCR) ও অন্যান্য তথ্যের সহজলভ্যতার ভিত্তিতে স্টাডি ডিজাইন নির্ধারণ করা হয়।

সাধারণতঃ বেইজ লাইন সার্ভের অনুপস্থিতিতে Control Group Post Test Only-ডিজাইন পদ্ধতির স্টাডি ডিজাইন গ্রহণ করা হয়। অত:পর Random Sampling এর ভিত্তিতে মাঠ পযার্য়ের স্টেকহোল্ডারগণ এর নিকট থেকে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পূর্বক তার যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে খসড়া প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। প্রতিটি মূল্যায়নের ভিত্তিতে গঠিত

Technical Committee কতৃর্ক খসড়া প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করা হয় অত:পর বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন/আইএমইডি/ইআরডি/দাতা সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/দপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে আয়োজিত ওয়াকর্শপ/সেমিনারের মাধ্যমে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। প্রতিবেদনে গৃহীত সুপারিশ/লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর মূল্যায়ন সেক্টর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত প্রকল্প সমূহের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণামূলক কাজ বিধায় এ কাজ যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরেবার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) তে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নির্ধারিত যে ১৮টি প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হয়েছে স্কোকল প্রকল্পের তালিকা **পরিশিষ্ট-১** -এ দেয়া হয়।

(ঙ) নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring):

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রকল্প নির্বাচনের যৌক্তিকতা: বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে প্রতি বছর পরামর্শক (ব্যক্তি/ফার্ম) নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-এর মনিটরিং সেক্টরসমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্বাচিত চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিষয়াদি বিবেচনায় নিতে হবে:

(ক) প্রকল্পটি কারিগরি/আর্থ-সামাজিক বিবেচনায় সরকারের অগ্রাধিকার, সমস্যাসংকুল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হতে হবে;
(খ) প্রকল্পটি এডিপিভুক্ত চলতি বিনিয়োগ প্রকল্প হতে হবে (বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনায় চলতি কারিগরি প্রকল্প হতে পারে) এবং এর বাস্তবায়নকাল সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর আরও অন্তত: এক বছর থাকতে হবে;
গ) প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি সাধারণভাবে ৪০% হতে হবে; এবং
ঘ) কোন প্রকল্প একবা রের বেশী সাধারণভাবে নিবিড় পরীবীক্ষণের আওতায় আনা যাবে না।

আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সাধারণভাবে ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়। নিয়মিত পরিবীক্ষণ কাজে নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক/ফার্মকে

ক) নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কাজের পরিমান ও গুনগত মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণ ও তার আলোকে প্রয়োজনীয় মতামত/সুপারিশ প্রদান;
খ) প্রকল্পের আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যকেক্ষণ ও মতামত প্রদান;
গ) প্রকল্পের ক্রয় কার্য সম্পাদনে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা যথাযথ অনুসরন করা হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধানসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আউট-সোর্সিং-এর মাধ্যমে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) তে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ১৫টি প্রকল্প নিবিড় পরিবীক্ষণএর জন্য নির্বাচনকরা হয়। তন্মধ্যে বর্ণিত বছরে১৩টি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেনিবিড় পরিবীক্ষণকৃত ১৩টি প্রকল্পের তালিকা **পরিশিষ্ট-২** -এ দেখা যেতে পারে।

(চ) এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপনঃ

আইএমইডি কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সুপারিশ সহ বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। গত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপি পর্যালোচনা প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ০৫ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছে ও বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রনয়ণ প্রক্রিয়াধীন আছে। নিম্নে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও সার্বিক এডিপি অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হলো:

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ				ব্যয়			
		মোট	টাকা	প্র: সাহায্য	নিজস্ব অর্থায়ন	মোট (%)	টাকা	প্র: বরাদ্দ	নিজস্ব অর্থায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৫-১৬	১৫৫০	৯৩৮৯৫	৬১৮৪০	২৯১৬০	২৮৯৫	৮৬৯৬৭ (৯২.৬২)	৫৮২৪৯ (৯৪.১৯%)	২৫২৩৯ (৮৬.৫৫%)	৩৪৭৯ (১২০.১৯%)

* Provisional

(ছ) প্রশাসনিক কার্যক্রম:

আইএমইডি'র প্রশাসন অনুবিভাগ কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪র্থ শ্রেণীর ০১ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি, রাজস্ব বাজেটের আওতায় ০১টি মাইক্রোবাস ক্রয়, ১ম শ্রেণীর ১০১ জন কর্মকর্তা-কে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ৫৯৫৫ জন কর্মকর্তাকে অভ্যন্তরীণপ্রশিক্ষণ, ৩য় শ্রেণীর ১২(বার) জন ও ৪র্থ শ্রেণীর ৪(চার) জন কর্মচারিকেআঞ্চলিকলোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা-তে প্রশিক্ষণ, এ বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সকল কর্মকর্তা /কর্মচারিদের-কে সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর থেকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২৭টি পদের নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(জ) সভা :

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে আইএমই বিভাগে সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরের উদ্যোগে ১২টি মাসিক সমন্বয় সভা ও আইএমই বিভাগে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভূক্ত প্রকল্পের ১২টি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রশাসন শাখার উদ্যোগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ইনোভেশন প্রস্তাব, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার, বাজেট প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সময়ে সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঝ) ই-জিপি সংক্রান্ত :

সরকারি ক্রয়কার্যে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২ জুন, ২০১১ তারিখে জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল (www.eprocure.gob.bd) উদ্বোধনের মাধ্যমে অন-লাইন পদ্ধতিতে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরনের জন্য ই-জিপি [Electronic Government Procurement (e-GP)] পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং (e-Tendering) এবং ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা (e-Contract management) একীভূত করে ই-জিপি (Integrated e-GP) ব্যবস্থা প্রবর্তন ডিজিটাল বংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরণের পদক্ষেপ।

প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি সরকারি সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের দপ্তরে সরকারি ক্রয়ে পাইলট ভিত্তিতে ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২৮১টি সংস্থার ২,৪৭৪টি ক্রয়কারী ই-জিপি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একই সঙ্গে ২২,০৮০টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা ই-জিপি-তে নিবন্ধিত হয়েছে এবং ই-জিপি সিস্টেমে ৫৭,৮৭৬টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ৩৭,৬১৫টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ই-জিপি সিস্টেমটি ডাচ-বাংলা ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক পেমেন্ট গেটওয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে ঠিকাদারগণ অন-লাইনে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা জমা দিতে পারছে।

ই-জিপি চালুর ফলে বর্তমানে ঘরে বসে টেন্ডার ডকুমেন্ট জমা দেয়া যাচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ই-পেমেন্টসহ আরো অনেক কাজ স্বল্প সময়ে, সহজে ও সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া অনেক বেশী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি দরপত্র জমাদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। অন-লাইনে টেন্ডার দাখিল এই সুবিধা প্রবর্তনের ফলে দরপত্রদাতাগণ ভয়-ভীতি ও ঝামেলা মুক্ত পরিবেশে দরপত্র জমা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও অন-লাইনে PROMIS (Procurement Management Information System) এর মাধ্যমে সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণকৃত দরপত্রসমূহে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-বিধান যথাযথ প্রতিপালন হচ্ছে কি না তাও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিপিটিইউ'র ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন (১ জুলাই ২০১৫-৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

(১) দেশে e-Tendering এর আওতায় ইতোমধ্যে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৩৯টি মন্ত্রণালয় এর ২৮১টি সংস্থার ২,৪৭৪টি ক্রয়কারী e-GP ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একই সঙ্গে ২২০৮০ জন দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা e-GP-তে নিবন্ধিত হয়েছে। e-GP সিস্টেমে ৫৭,৮৭৬টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ৩৭,৬১৫টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

(২) দরপত্র জামানত, কার্য সম্পাদন জামানতসহ রেজিস্ট্রেশন ফি, নবায়ন ফি, টেন্ডার ডকুমেন্ট ফি গ্রহণের জন্য **৪১**টি ব্যাংকের সাথে MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে।

(৩) Public ESCB (Engineering Staff College Bangladesh)-এ **৫৯৪** জন এবং BIM (Bangladesh Institute of Management)-এ ২৮৯ জন কর্মকর্তাসহ মোট **৮৩৩** জন কর্মকর্তাকে ৩ সপ্তাহ ব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৪ ,৩২৭ জন কর্মকর্তাকে Short Training (১দিন/৩দিন/৫দিন) প্রদান করা হয়েছে।

(৪) সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থার ১২১৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৫) Post Procurement Review Consultant পদে নিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

(৬) Social Accountability Consultant (Partnership Program with Public/Private Institution, Public Private Stakeholders Committee (PPSC) শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে BRAC Institute of Governance Studies (BIGD) এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৭) (ITC-ILO) তে ৮ জন কর্মকর্তা Masters Program-এর Face to Face পর্ব শেষ করে দেশে ফিরেছেন । আগামী ৪ মাস তারা দেশে Research Work (থিসিস) করবেন।

(৮) PPRP-II প্রকল্পের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের ১৬তম এবং ১৭তম Implementation Support Mission-কে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক Aide Memorandum চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(৯) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও ই-জিপি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য Bangladesh Centre for Communication Program (BCCP) এর সাথে Social Awareness Campaign & Communication (including e-GP) বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে ও চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে।

(১০) ঠক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় পেশকৃত প্রায় ৪০টি ও সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় পেশকৃত প্রায় ২৭১টি প্রস্তাব পরীক্ষা করে মতামত প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

(১১) রপি -২ প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১২) মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আইন ও বিধি সংশোধন সংক্রান্ত অনুষ্ঠিতব্য সভার বিজ্ঞাপ্তি জারী করা হয়েছে।

(১৩) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিস্ট টিম ই-জিপি সিস্টেম প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত পর্তুগাল ভ্রমন করেছেন।

(১৪) মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনের পর JVCA সংক্রান্ত পরিপত্র জারী করা হয়েছে।

(১৫) Financial Management Consultant পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

(১৬) মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে Price Adjustment সংক্রান্ত পরিপত্র জারী করা হয়েছে।

(১৭) Preliminary Outline of the Future Strategy on CPTU and e-GP System প্রস্তুত করা হয়েছে।

(১৮) Internal Audit Firm পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

(১৯) e-GP System Independent (Third Party) Audit Consultant নিয়োগ করা হয়েছে।

(২০) CIPS কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের Exposure Visit ও কোর্স সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষে CIPS এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে

(২১) e-GP system ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং এর ক্যাপাসিপি বৃদ্ধির জন্য সিপিটিইউ-এ নতুন ডাটা সেন্টার ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-এ মিরর ডাটা সেন্টার স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

(২২) ৩ দিন ব্যাপি দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কনফারেন্স-এর আয়োজন করা হয়েছে।

(২৩) বিশ্ব ব্যাংকের পিপিআরপি-২ প্রকল্পের ২টি Implementation Support Mission-সম্পন্ন হয়েছে।

(২৪) সিপিটিইউ'র নতুন ওয়েবসাইট তৈরির জন্য পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(২৫) সিপিটিইউ ও ই-জিপি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনগর্ঠন সংক্রান্ত পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(২৬) ক্রয় সংক্রান্ত প্রমিত দলিল SAFE-A, SAFE-B এবং PSN চূড়ান্ত করা হয়েছে।

(২৭) গত ২৭ মার্চ, ২০১৬ তারিখে 2nd Additional Financing of Public Procurement Reform Project-II (PPRP-II AF-2) বিষয়ক Appraisal Mission সম্পন্ন হয়েছে।

৬। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন চারটি প্রকল্পের অগ্রগতি :

আইএমইডি'র আওতায় ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প ৪টির অনুকূলে ২০১৫-১৬ সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১০১৯০.০০ (জিওবি ১৭৭০.০০ ও প্রকল্প সাহায্য ৮৪২০.০০) লক্ষ টাকা এর মধ্যে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৯০৬.৪১ (জিওবি ১৫৪২.৩০ ও প্রকল্প সাহায্য ৮৩৬৪.১১) লক্ষ টাকা। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে চলতি অর্থবছরে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৭.২২%।

৬.১ Public Procurement Reform Project (PPRP-II) (2nd Revised) Project:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নসহ নিয়মিত কার্যক্রম সম্পাদনকালে বিভিন্ন পণ্য, সেবা বা কার্য ক্রয়ের প্রয়োজন হয়। এসব সরকারী ক্রয়ে কর্মদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত চারটি কম্পোনেন্ট এর সমন্বয়ে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট(২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে:

১. Furthering policy reform and institutionalizing capacity development

২. Strengthening procurement management at sectoral level of IMED & CPTU

৩. Introducing e-Government Procurement (e-GP)

৪. Communication, behavioral changes and social accountability.

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

১। ২০ (বিশ) টি অবশিষ্ট স্টান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট (STD) সহ অন্যান্য ডকুমেন্ট যেমন: মূল্যায়ন নোট বিধিমালার অনুবাদ , ভার্সন ইত্যাদি এর জন্য নির্দেশিকা প্রনয়ণ, হালনাগাদকরন এবং প্রকিউরমেন্ট রিভিউ;

২। ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এর আওতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনাকে দক্ষতর করার জন্য প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে কর্মকর্তাদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের আয়োজনের সুযোগ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা;

৩। সিপিটিউ এবং আইএমইডি'র সেক্টর পর্যায়ের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা।

৪। চারটি প্রধান এজেন্সি সহ e-Government Procurement (e-GP) কার্যক্রমকে দেশব্যাপী ব্যাপকহারে সম্প্রসারণ করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে উক্ত চারটি এজেন্সির সকল কার্যক্রম ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা;

৫। পিপিআরপি-২ এর ১ম সংশোধণীর আওতায় পাইলট ই-জিপির ডেভেলপমেন্ট টেস্টিং এবং কমিশনিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৬। ষ্টেকহোল্ডারদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে সম্পৃক্ত করা এবং প্রকিউরমেন্ট এনটিটি সমূহকে সমাজের নিকট দায়বদ্ধ করা। (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পাবলিক, প্রাইভেট ষ্টেকহোল্ডার কমিটির দিক-নির্দেশনায় এ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়।)

৭। ঠিকাদার সরবরাহকারী এবং পরামর্শকদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন।

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিপিটিইউ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির টিপিপি ০৪ জুন ২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২য় সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৩৫৯.৮৯ লক্ষ টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৮৬৫০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ৮৬০৪.৫৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৯৯.৪৭% ।

৬.২ Strengthening Monitoring and Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (1st Revised) Project:

উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

১। তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শনে আইএমইডি'র নিজস্ব যানবাহন সুবিধা সৃষ্টি করা এবং নিরপেক্ষ ও তরিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

২। অন্যান্য লজিষ্টিক সুবিধাদি (আইটি যন্ত্রপাতি , ল্যান, ইন্টারনেট ইত্যাদিসহ) নিশ্চিত করা

৩। মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহ থেকে ইলেকট্রনিক উপায়ে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা;

৪। রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (RBM) চালুর লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত 'স্ট্রেটেজিক প্ল্যান (এসপি-২০০৮)' বাস্তবায়ন শুরু করা;

৫। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরভাবে চালুর লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়নের উপর সেক্টর ভিত্তিক ম্যানুয়াল তৈরি করা;

৬। মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশ-বিদেশে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

৭। পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আর্থিক, বাস্তব অগ্রগতি তথ্যের পাশাপাশি প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য BUET/ BCSIR এর সাথে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে আইএমইডি'র ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৯/০৭/২০০৯ তারিখের অনুশাসনের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ০৩/০৮/২০০৯ তারিখে আইএমইডিকে শক্তিশালীকরণের জন্য একটি নির্দেশনা জারি করে। উক্ত নির্দেশনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা হয়ঃ

"বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিশেষ অবদান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসু ও কার্যকর করার সাথে এবং যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED)- এর কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত IMED- এর কার্যক্রম, বাস্তবায়ন কৌশল, বিজ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক ও বাস্তবসম্মত হওয়া একান্ত প্রয়োজন"।

উক্ত অনুশাসন ও নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) শীর্ষক প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রনয়ণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ২৪/০১/২০১৩ তারিখে ৭০৯১.০০লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১২৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় তন্মধ্যে জুন ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে মোট ব্যয় হয় ১০৪৫.৩৭ লক্ষ টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের ৮৩.৬৩%।

৬.৩ Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the EffectiveCoverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for children and women in Bangladesh (1st Revised) Project:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও নারীদের সামাজিক মৌলিক পরিসেবার কার্যকর কাভারেজ বৃদ্ধিকল্পে নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট সহযোগী মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা।

- সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজের নিরীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য আইএমইডির অধীনে একটি সমন্বিত জাতীয় ব্যবস্থা স্থাপন করা;
- তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবন্ধকসমূহের বিশ্লেষণ এবং সাময়িক প্রতিবেদন তৈরী করতে আইএমইডি, ইআরডি, এসআইডি/বিবিএস ও বিআইডিএস-এর প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানবসম্পদ ক্ষমতার উন্নয়ন করা;
- GOB-UNICEF-এর কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং উচ্চ পর্যায়ের যৌথ মিশনে অংশগ্রহণ করা;
- মৌলিক সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজ তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণে জাতীয় ও উপ-জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ন্যায্যতার সাথে শিশু ও নারীর উপকারার্থে প্রমাণভিত্তিক পরিকল্পনা, বাজেট ও কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য উন্নয়ন-প্রতিবন্ধকতার দালিলিকরণ, বিতরণ ও সুব্যবহার করা;
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মৌলিক সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজ প্রাপ্তির পথে বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতাসমূহের পদ্ধতিগত অনুসরণ ও অপসারণ এবং
- অনগ্রসর শিশু ও নারীদের জন্য ন্যায্যতাভিত্তিক ফলাফল অর্জনে সম্পদের বর্দ্ধিত ও অধিক দক্ষ ব্যবহারের জন্য প্রচার করা।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৯৭.৭০ লক্ষ টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ২৫০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ২৪৭.৭৩ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৯৯% ।

৬.৪ **Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI) Project**:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Results Based M&E) প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং ফলা ২ফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৪০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ৮.৭৮ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ২২% ।

৭। উপসংহারঃ

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য মোতাবেক সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি সম্প্রসারণ, মনিটরিং ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রেজাল্ট-বেইজড ম্যানেজমেন্টের প্রয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ এবং মনিটরিং কর্মকর্তাদের লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন আছে। সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং বাস্তবায়ন এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা বলবৎ করার ফলে উন্নয়ন খাতে সম্পদের অপচয় এবং দুর্নীতি দূর করার মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ, আইসিটি তথা ইন্টারনেট, টেলিফোন-এর উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার ব্যবস্থা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির সূচকসমূহের অর্জন বেগবান হয়েছে। এসব উন্নয়নের সুফল জনগণ অধিক হারে পাচ্ছেন।

পরিশিষ্ট-১

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) এর তালিকা :

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন সেক্টর কর্তৃক ১৮ টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১.	Introduction of ICT Course in ১০ Post-Graduate Colleges (Pilot) Project.
২.	১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধকালে হানাদার বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃরিত বধ্যভূমি সমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ।
৩.	সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট।
৪.	ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্থিবাসী ও নিম্নবিত্তদের ঢাকায় সরকারী জমিতে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পূর্ণবাসন প্রকল্প ।
৫.	Support to ICT Task Force Programme)SICT(
৬.	Road Network Improvement and Maintenance Project-II (RNIMP-II)
৭.	Muhuri-Kahua Flood Control, Drainage and Irrigation Project (Revised)
৮.	বাংলাদেশ এ্যাগ্রো বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট।
৯.	সৌরশক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৫টি বিওপি বিদ্যুতায়ন ।
১০.	লোকাল গভমেন্ট সার্পোট প্রজেক্ট (এলজিএসপি)।
১১.	১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন (য় সংশোধিত৩)।
১২.	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ফর পাবলিক এসেটস প্রকল্প(রিওপা)।
১৩.	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)।
১৪.	দ্বিতীয় গ্রামীণ অবোকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
১৫.	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট।
১৬.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি(য় সংশোধিত২) :।
১৭.	Compensation Package for Rehabilitating the Affected People of Barapukuria Coal Mine (Central Part)
১৮.	আপগ্রেডিং এন্ড এক্সপান্ডিং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন গুলশান সার্কেল।

পরিশিষ্ট-২

মনিটরিং সেক্টরসমূহ কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের তালিকা

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম
১.	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ''(১ম সংশোধিত)
২.	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) প্রকল্প
৩.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক গাজীপুর (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
৫.	"যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধিত)" অপারেশনাল প্লান প্রকল্প
৬.	এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস্ (ইইসিআর) প্রকল্প
৭.	তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন (সংশোধিত) প্রকল্প
৮.	'কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প' (সংশোধিত)
৯.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫মেগাওয়াটকম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টনির্মাণ প্রকল্প
১০.	উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাট বীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
১১.	এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই)
১২.	এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প
১৩.	City Region Development Project

পরিশিষ্ট-৩

আইএমইডি'র সেক্টরভিত্তিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিন্যাস ও মনিটরিং-এর আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের চলমান প্রকল্প সংখ্যা

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মূল প্রকল্প সংখ্যা	ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মূল প্রকল্প সংখ্যা
	শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর			**যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর**	
১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১২	২৭	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৩৭
২	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১০	২৮	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫২
৩	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২১	২৯	সেতু বিভাগ	১২
৪	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৮৭	৩০	স্থানীয় সরকার বিভাগ	২২৪
				উপ: (প্রকল্প সংখ্যা) মোট-	**৪২৫**
৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩		**কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর**	
৬	অর্থ বিভাগ	৫	**ক্রমিক নং**	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	
৭	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৬	৩১	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৯
৮	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৬	৩২	কৃষি মন্ত্রণালয়	১০০
৯	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৫	৩৩	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১৪
১০	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬১	৩৪	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৫
১১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৪৬	৩৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১১
১২	তথ্য মন্ত্রণালয়	৮	৩৬	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৩৫
১৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৯	৩৭	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৬৩
১৪	আইন ও বিচার বিভাগ	৫	৩৮	ভূমি মন্ত্রণালয়	১১
১৫	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১	৩৯	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৬
১৬	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	২	৪০	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৩৭
১৭	পরিকল্পনা বিভাগ	১৭	৪১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭০
				উপ: (প্রকল্প সংখ্যা) মোট-	**৩৮১**
১৮	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১১		**শিল্প ও শক্তি সেক্টর**	
১৯	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৪	**ক্রমিক নং**	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	
২০	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫	৪২	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১২
২১	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৫	৪৩	বিদ্যুৎ বিভাগ	৭৭
২২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৯	৪৪	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৬০
২৩	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১৩	৪৫	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৪
২৪	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪	৪৬	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৯৮
২৫	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৭	৪৭	শিল্প মন্ত্রণালয়	৩৮
২৬	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৪	৪৮	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১৬
	উপ: (প্রকল্প সংখ্যা) মোট-	**৩৮৬**	৪৯	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১৪
			৫০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৭
			৫১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	৮
			৫২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১০
			৫৩	দুর্নীতি দমন কমিশন	১
			৫৪	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩
				উপ: (প্রকল্প সংখ্যা) মোট-	**৩৫৮**
				সর্বমোট: (প্রকল্প সংখ্যা)	**১৫৫০**